BHĀGAVATA VICĀRA

Śrīmad-bhāgavatam pramāṇam amalam

ভাগবত-বিচার পাঠ-সহায়িকা

bhagavata.vicara@gmail.com

ক্লাসের অডিও ডাউনলোড করুনঃ

audio.iskcondesiretree.com > More >

Bhagavata Vicara - Bengali

Personal Study Note of

Padmamukha Nimāi Dāsa

mayapurinstitute.org

Search & Connect with us online…

৩য় স্কন্ধ ২য় অধ্যায় – ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ

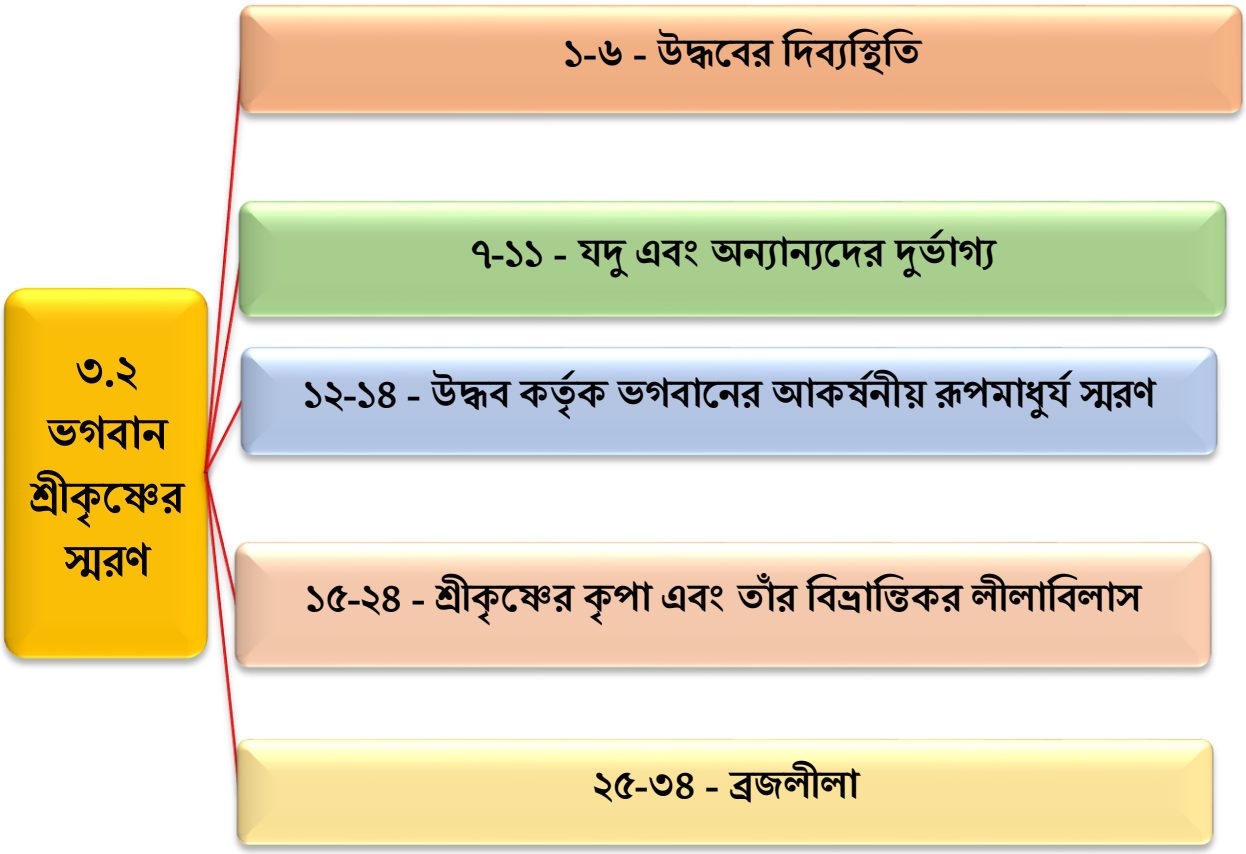

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথা সার

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'শ্রী গৌড়ীয় ভাষ্য' থেকে সংকলিত

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের বিয়োগের জন্য শোকাকুল হয়ে বিদুরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্র সমূহ বর্ণনা করেন ।

উদ্ধব বাল্যকাল থেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতটাই আসক্ত ছিলেন যে, যখন তিনি পঞ্চবর্ষ বয়সে খেলার ছলে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চার পরিচর্যা করতেন, তখন তাঁর মাতা প্রাতরাশের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করলেও, তিনি শ্রীকৃষ্ণ-পরিচর্যা পরিত্যাগ করে খাদ্যাদি গ্রহন করতে ইচ্ছা করেন নি। সুতরাং যখন বিদুর সেই শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, তখন বৃদ্ধ উদ্ধবের হৃদয় প্রেম ভরে এত আপ্লুত হল যে, তিনি সহসা বিদুরকে প্রত্যুত্তর প্রদান করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর উদ্ধব সমাধি থেকে বাহ্যদশায় ফিরে এসে হয়ে বিদুরকে বলতে লাগলেন, "কৃষ্ণসূর্য অস্তমিত হওয়াতে আমাদের গৃহ কালসর্পদ্বারা গ্রস্ত হয়েছে, যদুগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাথে একত্রে বাস করেও যখন শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা উপলব্ধি করতে পারে নি, তখন তা থেকে আর বিস্ময়ের বিষয় কি হতে পারে ? শ্রীকৃষ্ণমূর্তি হচ্ছে গোলোকের নিত্যধন, যা ভগবান এই জগতে স্বীয় যোগমায়া-বলে প্রকট করেছেন। সেই মূর্তি মর্ত্যলীলার উপযোগী; এটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও চিত্তাকর্ষক এবং সমস্ত ভূষণেরও শোভাবর্ধক। শ্রীকৃষ্ণের সেই হাস্যলাস্যলীলা অবলোকন করে ব্রজস্ত্রীগণ নিশ্চেষ্টের ন্যায় অবস্থান করতেন। **ভগবান কর্তৃক আশ্রিতবর্গের রূপ দ্বিবিধ – শান্তরূপ ভগবদ্ভক্ত ও অশান্তস্বভাব ভগবদ্বহির্ম্মুখ অসুরকুল।** অসুরকুল যখন ভক্তগণের প্রতি পীড়ন আরম্ভ করে, তখন ভগবান করুনা পরবশ হয়ে প্রাকৃত-জন্ম রহিত হলেও অগ্নি যেমন কাষ্ঠে আবির্ভূত হয়, সেই প্রকার মহৎ স্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ীর অংশে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। "উদ্ধব আরও বললেন যে, অজ-পুরুষ ভগবানের জন্ম, শত্রুভয়ে ব্রজে বাস ও মথুরা-পরিত্যাগরূপ লীলা তাঁর চিত্তকে ব্যথিত করছে। কৃষ্ণদ্বেষী শিশুপাল পর্যন্ত যোগীগণের বাঞ্ছিত মুক্তি লাভ করেছে, যে সকল বীর যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছেন, তাঁরাও বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রীশক্তির অধীশ্বর, তাঁর সমান বা তাঁর হতে অধিক আর কেউ নেই; কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন উগ্রসেনের সম্মুখে ভৃত্যভাবের অভিনয় করেছিলেন, তা স্মরণে হৃদয় ব্যাকুল হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত আর কেউই দয়ালু বা শরণ্য নেই। তিনি পূতনাকে পর্যন্ত ধাত্রিপ্রাপ্য গতি প্রদান করেছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর মঙ্গল বিধানার্থে ব্রহ্মার প্রার্থনায় দেবকী গর্ভে অবতীর্ণ হন। তিনি ব্রজে জন্মলীলা, গোপবালকসহ যমুনার তটে গোবৎসচারণলীলা, ব্রজ বাসিগণের দর্শনীয় কৌমার লীলা, কংস প্রেরিত অসুর গণের নিপাত লীলা, কালীয় দমন, গোবর্দ্ধন-ধারণ, শারদ শুভ্র যামিনীতে রাসক্রিয়া প্রভৃতি বিবিধ লীলা করেছেন।

১-৬ - উদ্ধবের দিব্যস্থিতি

🕮 ৩.২.১ — শ্রীশুক উবাচ – ভগবৎ স্মৃতিজনিত তীব্র উৎকণ্ঠার ফলে উদ্ধবের তৎক্ষণাৎ উত্তরদানে অক্ষমতা –

শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন- বিদুর যখন মহাভাগবত উদ্ধবকে প্রিয়তম (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) সম্বন্ধীয় কথা বলতে অনুরোধ করলেন, তখন ভগবৎ স্মৃতিজনিত তীব্র উৎকণ্ঠার ফলে উদ্ধব তৎক্ষণাৎ উত্তরদানে অক্ষম হলেন।

🕮 ৩.২.২ — বাল্যাবস্থা থেকেই কৃষ্ণসেবায় মগ্ন –

তিনি বাল্যকালে, পাঁচ বছর বয়সে, শ্রীকৃষ্ণের সেবায় এমনই মগ্ন থাকতেন যে, তাঁর মা তাঁকে প্রাতরাশ করার জন্য ডাকলেও তিনি তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করতেন না।

তাৎপর্য বিচার

✍ এইগুলি হচ্ছে নিত্যসিদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। নিত্যসিদ্ধ জীব হচ্ছেন এমন এক ভগবদ্ভক্ত যিনি কখনও ভগবানকে ভুলে যান না।

ভক্তপরিবারে জন্মগ্রহণের সুবিধা

✍ যে জীব ইতিমধ্যেই ভক্তিমার্গে উন্নতি সাধন করেছেন, তিনি এই প্রকার সংস্কারসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পান। সেকথা ভগবদ্গীতায় (৬/৪১) প্রতিপন্ন হয়েছে।

- শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে— এমনকি যোগভ্রষ্ট ভক্তও শুচিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারে অথবা ধনী বৈশ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করার সুযোগ পান।
- **এতে কি লাভ?** – এই উভয় পরিবারেই সুপ্ত ভগবৎ চেতনাকে সহজেই জাগরিত করার সুযোগ পাওয়া যায়।

- **কিভাবে**? কেননা সেই সমস্ত পরিবারে নিয়মিতভাবে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় এবং তার ফলে শিশু সেই অর্চনের পদ্ধতি অনুকরণ করার সুযোগ পায়।
- পাঞ্চরাত্রিকী বিধিতে মানুষদের ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দেওয়ার পন্থা হচ্ছে মন্দিরে ভগবানের আরাধনা, যার ফলে কনিষ্ঠ ভক্ত ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায়। মহারাজ পরীক্ষিতও তার শৈশবে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি নিয়ে খেলা করতেন।

📖 ৩.২.৩ — শৈশব থেকে বার্ধক্যেও অটুট সেবাবৃত্তি –

উদ্ধব এইভাবে তাঁর শৈশব থেকে নিরন্তর ভগবানের সেবা করেছিলেন এবং বার্ধক্যেও তাঁর এই সেবাবৃত্তি হ্রাস পায়নি। শ্রীকৃষ্ণের বার্তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তৎক্ষণাৎ তাঁর কৃষ্ণসম্বন্ধীয় সব কথা স্মরণ হয়েছিল।

তাৎপর্য বিচার

ভগবানের প্রেমময়ী সেবা ও জড়জাগতিক কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য

ভগবানের প্রেমময়ী সেবা	জড়জাগতিক কার্যকলাপ
ভক্তের সেবাবৃত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং তা কখনই শিথিল হয় না। পক্ষান্তরে, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেবায় প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।	দৈহিক স্তরের সেবা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়।
অপ্রাকৃত ভগবৎ সেবায় অবসর গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না।	সাধারণত বৃদ্ধ বয়সে মানুষ জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে অবসর গ্রহন করে।
প্রেমময়ী ভগবৎ সেবায় কোন রকম শ্রমের অনুভূতি হয় না। কেননা তা চিন্ময় সেবা। আত্মা কখনও জড়াগ্রস্ত হয় না, এবং তাই চিন্ময় স্তরে সেবা কখনও ক্লান্তিজনক নয়।	জড়জাগতিকভাবে কোন মানুষ যখন তার জড় দেহ দিয়ে কোন কার্য করে, তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

📖 ৩.২.৪ — ক্ষণকালের জন্য উদ্ধবের পূর্ণ মৌনতা –

ক্ষণকালের জন্য উদ্ধব পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করলেন এবং তাঁর দেহ অচল হয়ে রইল। তীব্র ভক্তিযোগে তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণরূপ অমৃত আস্বাদনে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন হয়ে রইলেন এবং তখন মহেন হচ্ছিল তিনি যেন গভীর থেকে গভীরতর আনন্দে মগ্ন হচ্ছেন।

তাৎপর্য বিচার

- ভগবান যেহেতু পরমতত্ত্ব, তাই তার স্মরণ এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।
- উদ্ধব প্রথমে ক্ষণিকের জন্য সম্পূর্ণরূপে মৌনতা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তারপর থেকে তিনি যেন ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর দিব্য আনন্দে মগ্ন হচ্ছিলেন।

📖 ৩.২.৫ — উদ্ধবের সর্বাঙ্গে পূর্ণ ভগবৎ প্রেমজনিত বিকারসমূহ প্রকাশ –

বিদুর পূর্ণ ভগবৎ প্রেমজনিত বিকারসমূহ উদ্ধবের সর্বাঙ্গে প্রকাশ পেতে দেখলেন। তাঁর ঈষৎ উন্মীলিত নেত্রদ্বয় থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। বিদুর বুঝতে পারলেন যে, উদ্ধব প্রগাঢ় প্রেমলাভ করে কৃতার্থ হয়েছেন।

তাৎপর্য বিচার

ভক্তির বিকাশের তিনটি স্তর রয়েছে।

- প্রথম স্তরটি হচ্ছে ভক্তির বিধি নিষেধ পালন করার বৈধী ভক্তির স্তর,
- দ্বিতীয় স্তরটি হচ্ছে অবিচলিতভাবে ভগবদ্ভক্তির রস আস্বাদন করে তার মহিমা উপলব্ধি করা, এবং
- চরম স্তরটি হচ্ছে দিব্যপ্রেম অনুভব করা, যার লক্ষসমূহ প্রকাশিত হয় দেহের অপ্রাকৃত অভিব্যক্তির মাধ্যমে।

📖 ৩.২.৬ — উদ্ধবের বাহ্যজ্ঞান লাভ –

মহান্ ভক্ত উদ্ধব শীঘ্রই ভগবদ্ধাম থেকে মনুষ্যলোকে ফিরে এলেন এবং চোখ মুছে তাঁর পূর্ব স্মৃতি জাগরিত করে প্রসন্ন চিত্তে তিনি বিদুরকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য বিচার

- ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এই জগতের পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত বর্তমান শরীরে অবস্থান করলেও, তিনি সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধামে বিরাজ করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত প্রকৃতপক্ষে জড়-জাগতিক স্তরে থাকেন না, কেননা তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন।

জীবের বদ্ধ অবস্থার পরিবর্তন

- 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ বর্ণনায় জীবের বদ্ধ অবস্থার পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে–

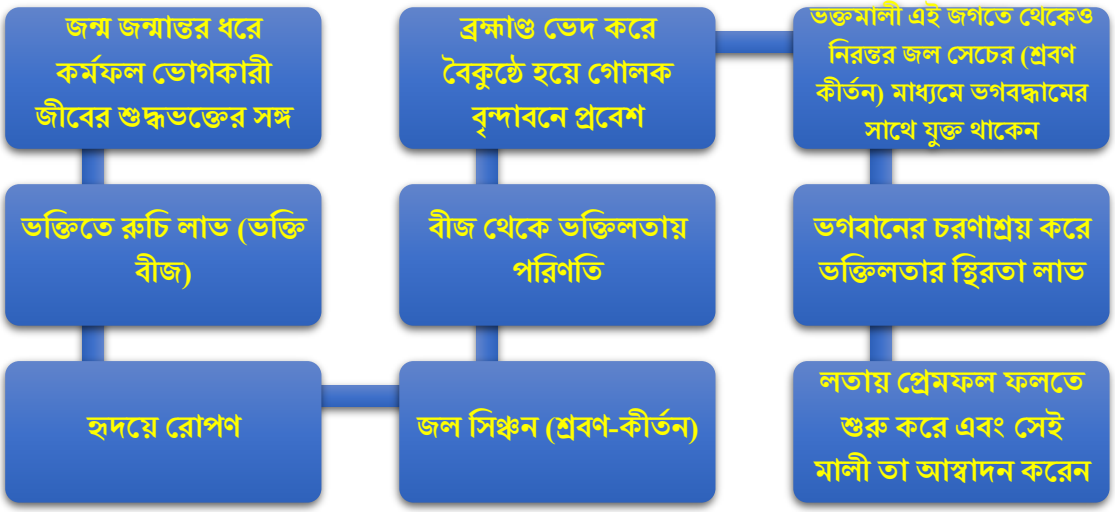

৭-১১ – যদু এবং অন্যান্যদের দুর্ভাগ্য

📖 ৩.২.৭ — কৃষ্ণরূপ সূর্য অস্তমিত হওয়ায় কালরূপ মহাসর্প গৃহকে গ্রাস করেছে –

কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিং নু নঃ কুশলং ব্রূয়াং গতশ্রীষু গৃহেষ্বহম্॥

শ্রী উদ্ধব বললেন- হে প্রিয় বিদুর! কৃষ্ণরূপ সূর্য অস্তমিত হওয়ায় কালরূপ মহাসর্প আমাদের গৃহকে গ্রাস করেছে, অতএব আমাদের কুশল সম্বন্ধে আমি আর কি বলব?

তাৎপর্য বিচার

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের তুলনা

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত	শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তিরোভাব
সূর্য পূর্ব গোলার্ধে অথবা পশ্চিম গোলার্ধে বর্তমান থাকে।	ভগবানও কোন না কোনোও ব্রহ্মাণ্ডে সব সময় উপস্থিত থাকেন।
সূর্য সকালে উদিত হয়ে ধীরে ধীরে মধ্যাহ্ন গগনে উঠে তারপর এক গোলার্ধে অস্তমিত হয় এবং সেই সময় আর এক গোলার্ধে উদিত হয়।	এক ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর বিভিন্ন লীলার আরম্ভ একই সময়ে হয়। এখানে এক লীলার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্য আর ব্রহ্মাণ্ডে তার প্রকাশ ঘটে। এইভাবে তাঁর নিত্য লীলা নিরন্তর হচ্ছে।
সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই অন্ধকার হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে অন্ধকার অনুভব করে, তা উদয়ের সময় হোক অথবা অস্তের সময়েই হোক, সূর্যকে প্রভাবিত করে না।	তিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হন ও অপ্রকট হন, এবং যতক্ষন পর্যন্ত তিনি কোন ব্রহ্মাণ্ডে উপস্থিত থাকেন, ততক্ষণ তাঁর দিব্য জ্যোতিতে সারা ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু যে ব্রহ্মাণ্ড থেকে তিনি চলে যান, তা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়।
সূর্যের উদয় চব্বিশ ঘন্টায় একবার হয়।	ব্রহ্মার একদিনে এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা একবার সম্পন্ন হয়।

সূর্যাস্তের পর যেমন সর্পগুলি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, চোরেরা অনুপ্রানিত হয়, ভূত-প্রেতেরা সক্রিয় হয়, পদ্ম ফুল মলিন বর্ণ হয় এবং চক্রবাকী ক্রন্দন করে।	শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর নাস্তিকেরা আনন্দিত হয়, এবং ভক্তেরা দুঃখিত হয়ে পড়ে।
সূর্যের উদয়, পূর্বাহ্ণ প্রভৃতি প্রতীয়মান হয় বলে অবাস্তব।	কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্মাদি লীলা নিত্য বলে বাস্তব। এটাই পার্থক্য।[1]

📖 ৩.২.৮ — ব্রহ্মাণ্ড এবং যদুবংশের দুর্ভাগ্য –

সমস্ত গ্রহলোকসহ এই ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত দুর্ভাগ্যশালী এবং তার থেকে অধিক দুর্ভাগা হচ্ছে যদুবংশের সদস্যরা, কেননা তাঁরা শ্রীহরিকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে চিনতে পারেননি, ঠিক যেমন চন্দ্র সমুদ্রে থাকার সময় মাছেরা তাঁকে চিনতে পারেনি।

তাৎপর্য বিচার

- ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নিজেকে সবচাইতে দুর্ভাগা বলে মনে করেন। তার কারণ হচ্ছে, ভগবানের প্রতি তাঁদের অত্যধিক প্রেম এবং বিরহ বেদনার অপ্রাকৃত অনুভূতি।
- **ক্ষীর সমুদ্রের অস্তিত্ব** – গাভীর মুত্র লবনাক্ত, এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র অনুসারে যকৃতের রোগীদের জন্য গাভীর মূত্র অত্যন্ত কার্যকরী। সেই সমস্ত রোগীদের গাভীর দুগ্ধ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে, কেননা যকৃতের রোগীদের কখনও দুধ দেওয়া হয় না। কিন্তু সে নিজে কখনও গাভীর দুগ্ধ আস্বাদন না করলেও তার জেনে রাখা উচিত যে, গাভীর দুধও রয়েছে। তেমনি যে সমস্ত মানুষ কেবল এই ক্ষুদ্র গ্রহটি সম্বন্ধে অবগত যেখানে লবণ জলের সমুদ্র রয়েছে, তাঁরা চাক্ষুষ দর্শন না করলেও শাস্ত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে যে, দুধেরও সমুদ্র আছে।
- **চন্দ্রের জন্ম** – এই ক্ষীর সমুদ্র থেকে চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু ক্ষীর সমুদ্রের মাছেরা তাঁকে চিনতে না পেরে তাদেরই মতো একটা মাছ বলে মনে করেছিল। বড় জোর তারা মনে করেছিল যে, এটি একটি উজ্জ্বল পদার্থ, এর বেশি কিছু নয়। যে সমস্ত হতভাগ্য ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে পারেনি, তারা ঠিক সেই মাছেদের মতো। তারা মনে করে যে, তিনি হচ্ছেন তাদের থেকে একটু বেশি ঐশ্বর্য, বীর্য ইত্যাদি সমন্বিত একটি মানুষ। ভগবদ্গীতায় (৯/১১) এই সমস্ত মূর্খ মানুষদের সবচাইতে দুর্ভাগা বলে বর্ণনা করা হয়েছে,— অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।

📖 ৩.২.৯ — যাদবদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা –

যাদবেরা সকলেই ছিলেন অভিজ্ঞ ভক্ত, তাঁরা লোকের চিত্তস্থ ভাব জানার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ছিলেন। সর্বোপরি তাঁরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কেবল তাঁকে অন্তর্যামীরূপেই জানতেন।

তাৎপর্য বিচার

বেদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মাকে মেধা অথবা মানসিক শক্তির দ্বারা জানা যায় না — *নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন* (কঠউপনিষদ ১/২/২৩)। যাঁরা তাঁর কৃপা লাভ করেছেন, তাঁরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন।

📖 ৩.২.১০ — শরণাগত ভক্ত কখনো বুদ্ধিভ্রষ্ট হন না –

দেবস্য মায়য়া স্পৃষ্টা যে চান্যদসদাশ্রিতাঃ।
ভ্রাম্যতে ধীর্ন তদ্বাক্যৈরাত্মন্যুপ্তাত্মনো হরৌ ॥

ভগবানের মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাক্যে কোন অবস্থাতেই পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত ব্যক্তিদের বুদ্ধিভ্রষ্ট করতে পারে না।

তাৎপর্য বিচার

- যারা ভ্রান্তিবশত ভগবানকে একজন সাধারন মানুষ বলে মনে করে, যাদবেরা ও ভগবানের অন্যান্য ভক্তেরা তাদের থেকে ভিন্ন। এই প্রকার মানুষেরা অবশ্যই মায়াশক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন। তারা নারকী এবং ভগবানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।
- নাস্তিকদের মতে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের বধ আদি পাপকর্ম সম্পাদন করায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাহ্মণদের অভিশাপের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের পরিবার যদুবংশ ধ্বংস হয়েছিল। এই প্রকার কৃষ্ণনিন্দা ভগবানের ভক্তদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না, কিন্তু যারা অসুরদের কথায় বিচলিত হয়, তারাও নিন্দনীয়।

[1] (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর)

🕮 ৩.২.১১ — যোগ্য ব্যক্তির ভগবদ্দর্শন লাভ কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তির অদর্শন –

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পৃথিবীর সকলের সম্মুখে তাঁর শাশ্বত স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন, আবার যারা আবশ্যকীয় তপশ্চর্যা না করার ফলে তাঁকে যথাযথভাবে দর্শন করার অযোগ্য ছিল, তিনি তাঁর স্বরূপ সেই সমস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টির অগোচর করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

- এই শ্লোকে **অবিতৃপ্তদৃশাম** শব্দটি সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ। এই সমস্ত বদ্ধ জীবেরা বিভিন্নভাবে তাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু তারা সর্বদাই তাদের সেই প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হয়, কেননা এইভাবে তৃপ্ত হওয়া অসম্ভব। কেউ যদি একটি মাছকে জল থেকে ডাঙায় তুলে এনে নানা প্রকার আনন্দ বিধানের চেষ্টা করে, তাহলে সেই মাছটি কখনও সুখী হতে পারে না। জীবাত্মা কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য প্রভাবেই সুখী হতে পারে, অন্য কোনো উপায়েই নয়।
- তিনি আসেন বদ্ধ জীবদের প্রকৃত আলয় শাশ্বত ভগবদ্ধামের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করার জন্য। কিন্তু ভগবানের লীলাসমূহ দর্শন করা সত্ত্বেও যথেষ্ট পুন্যের অভাবে মানুষ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে না।
- ভগবদগীতায় বলা হয়েছে, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন।
- এই শ্লোকটি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ভগবান তাঁর শাশ্বত সনাতনরূপেই লোকদৃষ্টি থেকে অপ্রকট হয়েছিলেন। ভগবান সশরীরে এই সংসার ত্যাগ করেছিলেন। বদ্ধ জীবেরা সাধারনত যে ধরনের ভ্রান্ত ধারনা পোষণ করে, সেইভাবে তিনি তাঁর দেহ ত্যাগ করেননি।

১২-১৪ - উদ্ধব কর্তৃক ভগবানের আকর্ষনীয় রূপমাধুর্য স্মরণ

🕮 ৩.২.১২ — ভগবানের লীলামাধুরীর মহিমা – এমনকি বৈকুণ্ঠাধিপতিও বিস্মিত –

যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥

ভগবান এই জড় জগতে তাঁর যোগমায়াবলে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর লীলার উপযোগী তাঁর নিত্য শাশ্বত রূপে তিনি এসেছেন। সেই লীলাসমূহ এতই মনোরম যে, তাতে ঐশ্বর্যমদে গর্বিত সকলের, এমনকি বৈকুণ্ঠাধিপতি ভগবানেরও বিস্ময় উৎপাদন হয়। তাই শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহ সমস্ত ভূষণের ভূষণস্বরূপ।

তাৎপর্য বিচার

মর্ত্যলীলা বিগ্রহ

- ভগবানের লীলা যখন লোকচক্ষের গোচরীভূত হয়, তখন তাকে বলা হয় প্রকট, আবার তিনি যখন অগোচর হন, তখন তাকে বলা হয় অপ্রকট। প্রকৃতপক্ষে ভগবানের লীলা কখনও বন্ধ হয় না। যেমন সূর্য কখনও আকাশ থেকে চলে যায় না।
- **মর্ত্যলীলায় ভগবান অধিক করুনাময়** – মর্তলোকে প্রকটিত ভগবানের এইরূপ সর্বোত্তম কেননা মর্ত্যলীলায় প্রদর্শিত তাঁর করুনা বৈকুণ্ঠলোককেও অতিক্রম করে। বৈকুণ্ঠলোকে ভগবান কেবল নিত্যমুক্ত জীবদের প্রতি কৃপাপরায়ণ, কিন্তু মর্ত্যলোকে তিনি অধঃপতিত নিত্যবদ্ধদের প্রতিও কৃপাপরায়ণ। মর্ত্যলোকে যোগ মায়ার প্রভাবে তিনি যে তাঁর ষড়ৈশ্বর্য প্রদর্শন করেন, তা বৈকুণ্ঠলোকেও বিরল।
- তাঁর লীলা শ্রীরাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি, তাঁর অবতারদের কাছেও আশ্চর্জনক।
- তাঁর ঐশ্বর্য এতই শোভনীয় ছিলো যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন বৈকুণ্ঠাধিপতিও তাঁর লীলাসমূহের প্রশংসা করেছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

তথ্যঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা ২১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,

নরলীলার হয় অনুরূপ ॥

.....

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥
শ্রবণে, দর্শনে আকর্ষয়ে সর্বমন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন ॥

.....

🕮 ৩.২.১৩ — দেবতাদের বিস্ময় –

ত্রিভুবনের সমস্ত দেবতারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর রূপ দর্শন করে এই অনুমান করেছিলেন যে, বিধাতার মনুষ্য নির্মাণ বিষয়ে যে নৈপুণ্য ছিল, তা সমস্তই এই শ্রীমূর্তি প্রকাশে নিঃশেষিত হয়েছে।

তাৎপর্য বিচার

- জড় জগতের সব চাইতে সুন্দর বস্তুর সঙ্গে নীল কমল অথবা পূর্ণ চন্দ্রের তুলনা করা যেতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের দৈহিক সৌন্দর্যের কাছে পদ্মফুলের ও চন্দ্রের সৌন্দর্য পরাজিত হয়, এবং ব্রহ্মাণ্ডের সব চেয়ে সুন্দর জীব দেবতাগণের কাছেই এই রকম মনে হয়েছিল।
- দেবতারা মনে করেছিলেন যে, তাঁদের মত শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মার সৃষ্ট, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্তা।

🕮 ৩.২.১৪ — কৃষ্ণ গোপীদের ত্যাগ করলে তাঁদের অবস্থা –

হাস্য, প্রমোদ ও দৃষ্টি বিনিময়ের লীলাবিলাসের পর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজসুন্দরীদের ত্যাগ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাঁদের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী হয়েছিল এবং তাঁদের স্ব-স্ব কার্য সমাপ্ত না হলেও, তাঁরা নিশ্চেষ্টের মতো অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

- শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ কখনো বৃন্দাবনের সীমা অতিক্রম করে কোথাও যান না। সেখানকার অধিবাসীদের অপ্রাকৃত প্রেমের জন্য তিনি নিত্যকাল সেখানেই থাকেন। এইভাবে যদিও এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির গোচরীভূত নন, তবুও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বৃন্দাবন থেকে কোথাও যান না।

১৫-২৪ - শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এবং তাঁর বিভ্রান্তিকর লীলাবিলাস

🕮 ৩.২.১৫ — ভক্ত ও অভক্তদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ভগবানের অবির্ভাব –

চেতন ও জড় উভয় সৃষ্টিরই পরম কৃপাময় নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান অজ, কিন্তু যখন তাঁর শান্তশিষ্ট ভক্ত এবং জড়া প্রকৃতির অধীন ব্যক্তিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন তিনি মহত্তত্ত্বসহ অগ্নিসদৃশ আবির্ভূত হন।

তাৎপর্য বিচার

ভক্ত ও ভক্তদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং ভগবানের আবির্ভাব

- **কে কি লাভ করতে চান** – কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী সকলেই জাগতিক অথবা পারমার্থিক সম্পদ লাভ করতে চান। কর্মীরা জড়জাগতিক বস্তু চান, আর জ্ঞানী ও যোগীরা চিন্ময় বস্তু লাভ করতে চান, কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা জড় অথবা চিন্ময় কোন বস্তুই চান না। তাঁরা কেবল ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে জড় ও চেতন জগতে ভগবানের সেবাই করতে চান, এবং ভগবানও সর্বদাই তাঁর এই প্রকার ভক্তদের প্রতি বিশেষভাবে কৃপা পরায়ণ।
- **ইতর বা অভক্ত** – কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীদের জড়া -প্রকৃতির গুণ অনুসারে বিশেষ মনোবৃত্তি থাকে, এবং তাই তাদের বলা হয় ইতর বা অভক্ত। এই সমস্ত ইতরেরা, এমনকি যোগীরা পর্যন্ত কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তদের বিপর্যস্ত করে তোলে।

- **উদাহরণ** – দুর্বাসা মুনি একজন মহান যোগী ছিলেন, কিন্তু মহান ভগবদ্ভক্ত অম্বরীষ মহারাজকে তিনি হয়রান করেছিলেন। মহান কর্মী ও জ্ঞানী হিরণ্যকশিপু তাঁর নিজের বৈষ্ণবপুত্র প্রহ্লাদ মহারাজকে কষ্ট দিয়েছিলেন।
- ঘর্ষণের ফলে যেমন সর্বত্র বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হয়। সর্বব্যাপ্ত ভগবান তেমনই ভক্ত ও অভক্তদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে আবির্ভূত হন।
- কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর সমস্ত অংশ এবং কলাও তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন।
- **মহদংশ-যুক্তঃ** বলতে বোঝাচ্ছে যে, মহত্তত্ত্বের স্রষ্টা পুরুষাবতারেরা তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
- যখন কংস এবং বসুদেব ও উগ্রসেনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যুতের মত আবির্ভূত হয়েছিলেন।
- বসুদেব ও উগ্রসেন ছিলেন ভগবানের ভক্ত এবং কর্মী ও জ্ঞানীদের প্রতীক কংস ছিলেন অভক্ত।
- শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তিনি প্রথমে দেবকীর গর্ভরূপ সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং সূর্য যেমন সকালে পদ্মফুলগুলিকে উজ্জীবিত করে, ঠিক তেমনই তিনি ধীরে ধীরে মথুরা অঞ্চলের অধিবাসীদের সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন। দ্বারকার মধ্য গগনে উদিত হওয়ার পর, সকলকে অন্ধকারাচ্ছন্ন শোকসাগরে নিমজ্জিত করে তিনি অস্তমিত হয়েছিলেন, যা উদ্ধব বর্ণনা করেছেন।

📖 ৩.২.১৬ — ভগবানের বিভ্রান্তিকর লীলা স্মরণ করে উদ্ধবের খেদ –

আমি যখন শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করি- জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কারাগারে জন্মগ্রহন করেছিলেন, শত্রুর ভয়ে তিনি আত্মগোপন করে তাঁর পিতার প্রতিরক্ষা থেকে দূরে ব্রজে বাস করেছিলেন, এবং অসীম শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভয়ে মথুরা থেকে পলায়ন করেছিরেন- এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর ঘটনা আমার মনে খেদ উৎপন্ন করে।

তাৎপর্য বিচার

ভগবানের নিখুঁত লীলাবিলাস

- ভগবান পরম পূর্ণ, এবং তিনি যখন পুত্ররূপে, প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অথবা শত্রুতার পাত্ররূপে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন, তখন তিনি তা এত সুন্দর ভাবে অভিনয় করেন যে, উদ্ধবের মতো শুদ্ধ ভক্তও বিমোহিত হন।
- দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, উদ্ধব ভালভাবেই জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব নিত্য, এবং কখনো তাঁর মৃত্যু হতে পারে না অথবা চিরকালের জন্য তিনি অন্তর্হিত হতে পারেন না, তবুও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য শোক করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা তাঁর সর্বোচ্চ মহিমার পূর্ণতা প্রদান করার নিখুঁত আয়োজন। এই সমস্তই তাঁর আনন্দ উপভোগের জন্য।
- পিতা যখন তাঁর শিশুপুত্রের সঙ্গে খেলা করতে করতে ধরাশায়ী হন যেন তিনি তাঁর পুত্রের কাছে পরাস্ত হয়েছেন, তা কেবল তাঁর শিশুপুত্রের আনন্দবিধানের জন্য, অন্য কোন কারণে নয়।

📖 ৩.২.১৭ — বসুদেব-দেবকীর নিকট কৃষ্ণ-বলরামের ক্ষমা ভিক্ষা –

শ্রীকৃষ্ণ কংসের ভয়ে দূরে থাকার জন্য তাঁর পিতামাতার চরণ সেবা করতে অক্ষম হওয়ার ফলে তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হে মাতঃ! হে পিতাঃ দয়া করে আপনারা আমাদের (আমার ও বলরামের) অক্ষমতা ক্ষমা করুন।" ভগবানের এই প্রকার আর সমস্ত আচরণের স্মৃতি আমার হৃদয়কে ব্যথাতুর করছে।

তাৎপর্য বিচার

পিতামাতার সেবা

- তাঁর সর্বোচ্চ চরিত্রের সবচাইতে উজ্জল দিকটি হচ্ছে কংসের ভয়ে গৃহ থেকে দূরে থাকার জন্য তাঁর পিতামাতার পাদসেবা করতে না পারার জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা। যাঁর শ্রীপাদপদ্মে ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতারা সর্বদা সেবা করেন, তিনি বসুদেবের পাদসেবা করতে চেয়েছিলেন।
- ভগবানের দেওয়া এই শিক্ষা জগতের প্রতি সর্বতোভাবে উপযুক্ত। এমন কি পরমেশ্বর ভগবানেরও তাঁর পিতামাতার সেবা করা অবশ্য কর্তব্য। পুত্র পিতামাতার কাছে এতই ঋণী যে, তাঁদের সেবা করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য, তা তিনি যতই মহান হোন না কেন।

📖 ৩.২.১৮ — ভগবানের চরণকমলের রেণু –

যারা পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করেছিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র তাঁর ভ্রূভঙ্গিরুপ কৃতান্তের দ্বারা তাদের সংহার করেছিলেন। তাঁর চরণকমলের রেণু এমনকি একবার মাত্রও যিনি আঘ্রাণ করেছেন, তিনি কি আর তা বিস্মৃত হতে পারেন?

📖 ৩.২.১৯ — শিশুপালের সিদ্ধিলাভ –

আপনি নিজেও দেখেছেন কিভাবে চেদিরাজ (শিশুপাল) কৃষ্ণবিদ্বেষী হওয়া সত্ত্বেও, যোগীর সম্যক্ যোগ অনুশীলন করার প্রভাবে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করেন, সেই সিদ্ধি লাভ করেছিল। তাঁর বিরহ কে সহ্য করতে পারে ?

📖 ৩.২.২০ — কৃষ্ণমুখারবিন্দম্ নয়ন দ্বারা পান –

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং পার্থাস্ত্রপূতঃ পদমাপুরস্য ॥

তেমনই অন্য যে সমস্ত যোদ্ধা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনের বাণের আঘাতে পবিত্র হয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নয়নানন্দকর মুখমণ্ডলের শোভা তাঁদের নয়ন দ্বারা পান করতে করতে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য বিচার

পরম পদ প্রাপ্তি

- যে সমস্ত যোদ্ধা অর্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু রণক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শন করে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন, তারাও ভক্তদেরই গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শত্রুপক্ষের যোদ্ধারা যখন রণক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরাও তাঁর সৌন্দর্যে অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাঁদের হৃদয়ের সুপ্ত ভগবৎপ্রেম জাগরিত হয়েছিল।
- অন্য যাঁরা, বন্ধু অথবা শত্রু না হয়ে, তটস্থ অবস্থায় ছিলেন এবং ভগবানের সৌন্দর্য দর্শন করে কিয়ৎ পরিমাণে ভগবৎ প্রেম লাভ করেছিলেন, তাঁরা তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিলেন।
- তত্ত্বতঃ গোলোক ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে কোন ভৌতিক পার্থক্য নেই।বৈকুণ্ঠে ভগবান অসীম ঐশ্বর্যের দ্বারা সেবিত হন আর গোলোকে তিনি স্বাভাবিক প্রেমের দ্বারা সেবিত হন।
- যাঁরা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করেছিলেন, তাঁরা প্রথমে অর্জুনের বাণের আঘাতে নিষ্পাপ হয়েছিলেন।
- শিশুপালের মৃত্যুর সময় ভগবানের প্রতি অনুরাগ জাগরিত হয়নি, কিন্তু অন্যেরা মৃত্যুর সময় ভগবানের প্রতি অনুরাগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়েই চিদাকাশে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু যাদের ভগবৎ প্রেম জাগরিত হয়েছিল, তাঁরা চিদাকাশে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

📖 ৩.২.২১ — তিনের অধীশ্বর ভগবান –

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনের অধীশ্বর এবং সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারী স্বতন্ত্র পরম পুরুষ। অসংখ্য লোকপালেরা তাঁদের মুকুট তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্পর্শ করে বিবিধ সামগ্রীর দ্বারা তাঁর পূজা করেন।

তাৎপর্য বিচার

ভগবান কেন ত্র্যধীশ ?

- তিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর,
- প্রকৃতির তিন গুণের অধীশ্বর,
- তিন পুরুষাবতারের (কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু) পরম অধীশ্বর,
- ভগবান চিৎ শক্তি, মায়া শক্তি ও তটস্থা শক্তি- এই তিনটি প্রধান শক্তির অধীশ্বর,
- এবং তিনি ঐশ্বর্য বীর্য, যশ,শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয় প্রকার সৌভাগ্যের পরিপূর্ণ প্রভু।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

তথ্যঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য লীলা ২১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

🕮 ৩.২.২২ — ভগবানের বিনয়বচনে ভক্তের ব্যথিত অন্তঃকরণ –

হে বিদুর, রাজসিংহাসনে আসীন উগ্রসেনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে যখন তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), "মহারাজ, দয়া করে অবধান করুন" এই বলে নিবেদন করতেন, সেই কথা স্মরণ হওয়ার ফলে আমার মতো ভৃত্যদের অন্তঃকরণ কি ব্যথিত হয় না ?

🕮 ৩.২.২৩ — ভগবানের দয়া – তাঁর থেকে দয়ালু আর কে আছে ? –

অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম্ ॥

আহা! দুষ্টা পুতনা রাক্ষসী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সংহার করার উদ্দেশ্যে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান করিয়েও ধাত্রীর যোগ্য গতি লাভ করেছিল । তাঁর থেকে দয়ালু আর কে আছে যে, আমি তার শরনাপন্ন হব ?

তাৎপর্য বিচার

সারগ্রাহী ভগবানই পরম আশ্রয়

- এখানে শত্রুর প্রতিও ভগবানের অসীম করুনার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়েছে । কথিত আছে যে, বিষ থেকে যেমন অমৃত আহরণ করতে হয়, তেমনই মহানুভব ব্যক্তি সন্দিগ্ধ চরিত্র ব্যক্তির সদ্‌গুণ গ্রহণ করেন ।
- ভগবান জীবের অতি নগন্য গুণও অঙ্গীকার করে তাকে সর্বোচ্চ পুরস্কারে পুরষ্কৃত করেন । এইটিই হচ্ছে তাঁর মহিমা । তাই, ভগবান ছাড়া আর কে চরম আশ্রয় হতে পারে ?

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

তথ্যঃ শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড ৭ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । (মুকুন্দের শ্রীমুখে এই শ্লোক শ্রবণ করে শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রেমোন্মাদনা ।

🕮 ৩.২.২৪ — ভাগ্যবান অসুরেরা –

ত্রিশক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অসুরেরা বৈরীভাবাপন্ন হয়ে তাঁর প্রতি অভিনিবিষ্ট চিত্তে তার্ক্ষ্য (কশ্যপ) পুত্র গরুড়ের স্কন্ধে চক্র হস্তে তাঁকে তাদের সম্মুখে দর্শন করেছিল, সেই অসুরদেরও আমি অধিক ভাগ্যবান ভক্ত বলে মনে করি ।

তাৎপর্য বিচার

অসুরগণ ও নির্বিশেষবাদীদের একই গতি লাভ

- প্রকৃত পক্ষে অসুরেরা কখনই শুদ্ধ ভক্তের সমকক্ষ নয়, কিন্তু তাঁর বিরহ অনুভূতির ফলে উদ্ধব সেইভাবে চিন্তা করেছিলেন । তিনি মনে করেছিলেন যে তাঁর অন্তিম সময়ে তিনি হয়ত ভগবানকে দর্শন করতে পারবেন না, যে সৌভাগ্য অসুরদের হয়েছিল ।
- এই দুই প্রকার স্থিতির সাথে মকাশে বিচরণ এবং আকাশের কোন গ্রহে অবস্থান করার তুলনা করা যেতে পারে ।
- তাই, নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের শত্রুর থেকে অধিক অনুগ্রহ লাভ করতে পারে না; পক্ষান্তরে তারা উভয়েই একই প্রকার মুক্তি লাভ করে ।

২৫-৩৪ - ব্রজলীলা

🕮 ৩.২.২৫ — ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে পৃথিবীর কল্যাণের শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব –

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীর কল্যাণের জন্য ব্রহ্মা কর্তৃক প্রার্থিত হয়ে, ভোজরাজের কারাগারে বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন ।

🕮 ৩.২.২৬ — বৃন্দাবনে এগার বছর অবস্থান –

তারপর, কংসের ভয়ে ভীত পিতা কর্তৃক আনীত হয়ে, নন্দ মহারাজের গোচারণভূমিতে তিনি এগার বছর আচ্ছাদিত অগ্নির মতো বলদেবসহ বাস করেছিলেন ।

তাৎপর্য বিচার

কৃষ্ণকে কেন মথুরা থেকে তাঁকে বৃন্দাবনে আনা হয়েছিল ?

- তাঁর ভক্তদের বাসনা পূর্ণ করার জন্য, কংসের কারাগারে তাঁর আবির্ভাবের পরেই তাঁকে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে আনা হয়েছিল।
  - বসুদেব কংসের ভয়ে ভীত ছিলেন।
  - নন্দ মহারাজের দাবি ছিল তাঁকে শিশু রূপে পাওয়া ,
  - এবং ভগবানের শিশুরূপে লীলাবিলাসও মা যশোদা আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন ।
- তিনি সকলের পিতা এবং তিনি সকলকে রক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর ভক্ত যখন মনে করেন যে, ভগবানকে তাঁর রক্ষা করতে হবে, তখন ভগবান অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন।

📖 ৩.২.২৭ — গোবৎস চারণ –

সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর শৈশবে গোপবালক এবং গো-বৎসে পরিবৃত হয়ে পক্ষীকুলের কাকলি কুজনে মুখরিত ঘন বৃক্ষসঙ্কুল যমুনাতটের উপবনে বিচরণ করতেন।

তাৎপর্য বিচার

গোপবালকদের পরিচয়

- এই সমস্ত গোপবালকেরা তাঁদের পূর্বজন্মে মহান ঋষি ও যোগী ছিলেন, এবং বহু জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পূণ্যকর্মের ফলে তাঁরা ভগবানের সঙ্গলাভ করেছিলেন এবং তাঁর সমবয়সীরূপে তাঁর সঙ্গে খেলা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।
- এই সমস্ত বৃক্ষ ও পশু-পক্ষী ছিল ধর্মাত্মা প্রাণী। ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদ গোপবালকদের আনন্দ বিধানের জন্য বৃন্দাবন ধামে তাদের জন্ম হয়েছিল।
- ভগবানের শৈশবের ক্রীড়াভূমি বৃন্দাবন আজও রয়েছে, এবং পরমেশ্বর ভগবান আমাদের অপূর্ণ দৃষ্টিশক্তির গোচরীভূত না হলেও সেই সমস্ত স্থানে গেলে যে কোনো মানুষই সেই অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করতে পারেন।

📖 ৩.২.২৮ — বাল্যলীলা –

ভগবান যখন তাঁর বাল্যলীলা প্রদর্শন করেছিলেন, তখন তা কেবল ব্রজবাসীদের কাছেই প্রকট হয়েছিল। কখনও তিনি ঠিক একটি শিশুর মতো রোদন করেছিলেন এবং কখনও হাস্য করেছিলেন, এবং তখন তাঁকে একটি মুগ্ধ সিংহ-শিশুর মতো দেখাত।

তাৎপর্য বিচার

কেউ যদি ভগবানের বাল্যলীলা আস্বাদন করতে চান, তাহলে তাঁকে নন্দ, উপনন্দ বা অন্য কোন পিতৃতুল্য ব্রজবাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে।

📖 ৩.২.২৯ — গোচারণ লীলা –

পরম সুন্দর গাভী ও বৃষদের চারণ করতে করতে সমস্ত ঐশ্বর্য ও সৌভাগ্যের আলয় ভগবান তাঁর বংশী বাজাতেন। এইভাবে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর গোপবালকদের উল্লসিত করতেন।

তাৎপর্য বিচার

মানব সমাজের মাতা ও পিতা

- কেবল গাভী ও শস্য এই দুয়ের দ্বারা মানবসমাজ সমস্ত আহারের সমস্যা সমাধান করতে পারে। এই দুটি ছাড়া আর সবই হচ্ছে কৃত্রিম আবশ্যকতা যা মানুষ তার মানব জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান সময়ের বৃথা অপচয় এবং অনাবশ্যক বিষয়ে তার সময় নষ্ট করার জন্য করেছে।
- **গাভী মাতা**, কেননা ঠিক যেমন শিশু তার মায়ের স্তন পান করে , সমগ্র মানবসমাজ গাভীর দুগ্ধে পালিত হয়।
- তেমনই **বৃষ হচ্ছে মানব সমাজের পিতা,** কেননা পিতা যেমন সন্তানদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, ঠিক তেমনই বৃষ জমি চাষ করে খাদ্য শস্য উৎপাদন করে। মানব সমাজ মাতা ও পিতাকে হত্যা করে জীবনের চেতনার সমাপ্তি সম্পাদন করেছে।

🕮 ৩.২.৩০ — কংস কর্তৃক প্রেরিত অসুরদের নিধন –

ভোজরাজ কংস কর্তৃক কামরূপধারী মহা মায়াবী অসুরেরা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু ভগবান লীলাচ্ছলে অবলীলাক্রমে তাদের হত্যা করেছিলেন, ঠিক যেমন একটি শিশু তার পুতুল ভেঙ্গে ফেলে।

তাৎপর্য বিচার

- শিশুরা সিংহ ,হাতি ,শূকর আদি নানা রকম পুতুল নিয়ে খেলা করে , যা অনেক সময় খেলতে খেলতে ভেঙে যায়। সর্বশক্তিমান ভগবানের সামনে যে কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি যেন শিশুর খেলার সিংহের পুতুলের মতো।

🕮 ৩.২.৩১ — কালীয় দমন –

কালীয় সর্পের বিষে যখন যমুনার এক অংশ বিষাক্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন বৃন্দাবনের অধিবাসীরা মহা দুর্দশায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভগবান তখন সেই সর্পরাজকে দণ্ডদান করে সেখান থেকে নির্বাসিত করেছিলেন, তারপর নদী থেকে উঠে এসে, যমুনার জল যে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে তা প্রমাণ করার জন্য তিনি গাভীদের সেই জল পান করিয়েছিলেন।

🕮 ৩.২.৩২ — গোবর্ধন পূজা –

মহারাজ নন্দের সমৃদ্ধিশালী বিত্তসমূহ গো-পূজায় ব্যবহার করার বাসনায় এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে উপদেশ দিয়েছিলেন অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণদের সাহায্যে গো, অর্থ্যাৎ গোচারণ ভূমি ও গাভীদের পূজা অনুষ্ঠান করার জন্য।

তাৎপর্য বিচার

- জনসাধারন কর্তৃক দেবদেবীদের পূজা, পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করার আয়োজন মাত্র, প্রকৃতপক্ষে তাঁর আবশ্যকতা নেই।
- মানুষের কর্তব্য-কর্মের সাফল্য নির্ণয় হয় কি পরিমাণে তা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করছে তাঁর উপর; তা নিজের স্বার্থে, সমাজের স্বার্থে অথবা জাতির স্বার্থে, যে উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হোক না কেন।

🕮 ৩.২.৩৩ — গোবর্ধন ধারন ও ব্রজবাসীদের রক্ষা –

হে সৌম্য বিদুর ! দেবরাজ ইন্দ্র অপমানিত হওয়ার ফলে, বৃন্দাবনে প্রবলভাবে বারি বর্ষণ করেছিলেন এবং তার ফলে ব্রজভূমির অধিবাসীরা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু পরম দয়ালু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে ছত্রের আকারে ধারণ করার লীলাবিলাসের দ্বারা তাঁদের সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

🕮 ৩.২.৩৪ — রাসলীলা –

শরৎকালের পূর্ণ চন্দ্রের জোছনায় উজ্জ্বল রাত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মনোহর সঙ্গীতের দ্বারা গোপীদের আকৃষ্ট করে রমণী-সমাজের ভূষণরূপে সুশোভিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।